২৩-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সময় খুব অল্পই বাকি আছে, সুতরাং, রুহানী বাণিজ্য করো, অতি উত্তম জীবিকা - বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করা, বাকি সব কারবার হল মেকি"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কিরকম ব্যাকুলতা থাকা উচিত্ ?

উত্তরঃ - কিভাবে আমরা ভ্রষ্ট আত্মাদের উন্নততর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করতে পারি, সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে ২১ জন্মের সুখের রাস্তা দেখাতে পারি এবং সবাইকে বাবার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি - এই ব্যাকুলতা তোমরা অর্থাত্ বাচ্চাদের থাকা উচিত্ ।

গীতঃ- ভোলানাথের থেকে কেহ নয় যে অনুপম ....

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ বাচ্চাদের ওম্ শান্তির অর্থও বুঝিয়ে দেন । তিনি নিজেও বলেন, "ওম্ শান্তি" তো তোমরা বাচ্চারাও বলো - ওম্ শান্তি । এতে নিজের পরিচয় দেওয়া হয়, যাতে বলা হয়, আমি আত্মা শান্তস্বরূপ, শান্তিধাম নিবাসী । আমাদের বাবাও সেখানে থাকেন । ভক্তিমার্গের তারাও বাবা বাবা বলে ! তারা এইভাবে গাইলেও রাবণের মতে চলে । রাবণ মত্ মানুষকে অধোগতির দিকে ঠেলে দেয় । বাবা এসে তাদের উন্নততর জীবনের ব্যবস্থা করেন । রাবণও এক, রামও এক । পাঁচ বিকার মিলিয়ে বলা হয় রাবণ । রাবণ নিজের রাজ্য স্থাপন করে, শোকবাটিকায় আমাদের বসার জন্য । সে সবার দুর্ভাগ্য বানায়, তিনি সবার সৌভাগ্য বানিয়ে দেন । রাবণকে মানুষ বলা যায়না । তাকে পুরুষের পাঁচ বিকার আর স্ত্রীর পাঁচ বিকাররূপে দেখানো হয় । রাবণ রাজ্যে উভয়ের মধ্যেই বিকার আছে । তোমরা জানো, তোমাদের মধ্যেও পাঁচ বিকার ছিলো । আমরা এখন শ্রীমৎ অনুসরণ করে নির্বিকারী হচ্ছি । ভাগ্যকে দোষক্রটি থেকে মুক্ত ক'রে সৌভাগ্যে পরিণত করছি । বাবা যেমন সবার সৌভাগ্য তৈরি করেন তেমনই বাচ্চাদেরও দুর্ভাগ্যের সংস্কারসাধন কিভাবে করবে তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত্ । মানুষ মাত্র একে অপরের ভাগ্যের ক্ষতিসাধন করে । বাবাই উন্নততর জীবনের ব্যবস্থা করেন । ঠিক যেভাবে তোমরা দুর্ভাগ্যের সংস্কারসাধন করছ তেমনই দুঃখী আত্মাদের সহায় হয়ে, ভাগ্যকে দোষক্রটি মুক্ত করার ব্যাকুলতা থাকা উচিত্ । একমাত্র সুযোগ্য বাচ্চারাই বাবার উত্কণ্ঠা পূরণ করতে পারে । যারা ভাগ্যভ্রষ্ট হয়েছে তাদের ভাগ্য সংস্কারের ব্যাকুলতা তোমরা অর্থাত্ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত্ । বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকেও বোঝাতে হবে । তাদেরও পথ দেখাতে হবে । দুঃখী জীবাত্মাদের ২১ জন্মের জন্য সুখী বানাও, কারণ যতই হোক, তারা তোমার ভাই-বোন, তারা খুব দুঃখী এবং অশান্ত । আমরা বাবার থেকে আমাদের বরসা নিচ্ছি, সুতরাং, তোমাদের খেয়াল থাকা উচিত্ কিভাবে তাদের কাছে গিয়ে বোঝাবে, ভাষণ দেবে । ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে যাও । বাবা তোমাদের মত দেন, মন্দিরে তোমরা অনেক সার্ভিস দিতে পারো । অনেক ভক্ত আছে, যারা তাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে মন্দিরে যায় । মনে কোনও না কোনও আশা নিয়েই যায় । তারা বোঝেনা যে শিব তাদের বাবা । তাঁর এত মহিমা যে, নিশ্চিতভাবে তিনি ফিরে যাওয়ার আগে কিছু করে গেছেন । তারা কেন শিবমন্দিরে যায় ? তীর্থযাত্রায় তারা কেন অমরনাথে যায় ? ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং সন্ন্যাসীরা অনেক তীর্থযাত্রী নিয়েই সেখানে যায় । এটা ভক্তিমার্গের কারবার, এতে কেউ দোষক্রটি মুক্ত হতে পারেনা । একমাত্র ভোলানাথ বাবা এসে যা কিছু ভুল হয়ে আছে তার সবকিছু ঠিক করে দেন । তিনি রচয়িতা, বিশ্বের মালিক, কিন্তু তিনি নিজে তা' হননা । তোমরা

অর্থাত্ বাচ্চাদের তিনি মালিক বানান । যাই হোক, তিনি উচ্চতম এবং তাঁর থেকে তোমরা উত্তরাধিকার লাভ করছ । এটা তোমাদের হৃদয়ে থাকা উচিত্ কিভাবে তোমাদের ভাই-বোনের কাছে গিয়ে এই পথ দেখাতে পারো । কাউকে রোগী, দুঃখী দেখলে তোমরা দয়া অনুভব করো । বাবা বলেন, আমি তোমাদের এখন এত সুখী বানাই, অর্ধকল্পের জন্য রোগী হবেনা । সুতরাং, বাচ্চারা, তোমাদেরও অন্যকে সুখধামের রাস্তা বলতে হবে । যারা সার্ভিস করতে ব্যাকুল তারা এক জায়গায় থেমে থাকতে পারেনা, তাদের মনে হয়, তারাও গিয়ে অন্য কাউকে সুখধামের রাস্তা দেখাক । বাবাও তোমাদের এই কার্যে আহ্বান জানান । অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পুরোপুরি ধারণ করলে অনেকের কল্যাণ করতে পারো । এই রাজত্ব স্থাপনে অর্থের প্রয়োজন হয়না । ওইসব লোকেরা রাবণ মতে চ'লে তারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । আমরা রাবণের থেকে আমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিই । রামরাজ্য একমাত্র রামের দ্বারাই লাভ হতে পারে । রামরাজ্যের শুরু সত্যযুগে । কলিযুগে কিভাবে রাম রাজ্য হতে পারে ? এখানে রাবণরাজ্য, সবাই দুঃখী । তোমরা এটা সবাইকে বোঝাতে পারো । যারা দরিদ্র এবং ব্যাপারী, তাদের সবার আগে বোঝাতে হবে । অন্য সব বড় বড় মানুষ বলে যে, তারা খুব বিজি অথবা তাদের সময় নেই । তারা মনে করে তারা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছে, নানারকম প্ল্যান বানাতে থাকে । কিন্তু তোমরা জানো শিববাবা ছাড়া কেউ স্বর্গ বানাতে পারেনা । এখন সময় আর অল্পই বাকি আছে । রামরাজ্য স্থাপন করতে তোমরা অবশ্যই অবহেলা কোরোনা । রাতদিন তোমাদের উদ্বেগ থাকা উচিত্, কাউকে কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্ত করবে । বাচ্চাদের মনে থাকা উচিত্ কিভাবে তোমাদের ভাই-বোনকে পথ দেখাবে । এখন সবাই রাবণের মত অনুসারে চলে । বাবা তো বাবাই , যিনি এসে তোমরা অর্থাত্ বাচ্চাদের তাদের উত্তরাধিকার দেন । মানুষ কোর্টে গিয়ে বলে, ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জেনে সত্য বলছি । কিন্তু যদি তিনি সর্বব্যাপী হন তবে তারা কার কাছে প্রার্থণা করে ? তাদের কিছুই জানা নেই । বাবা বারবার তোমাদের বোঝান, বন্ধুবান্ধব -আত্মীয়স্বজনকে জাগাও । বাচ্চারা তোমাদের অতি মধুর হতে হবে । ক্রোধের লেশমাত্রও যেন না থাকে, কিন্তু সব বাচ্চা তো সেইরকম হতে পারবেনা । অনেক বাচ্চাকেই মায়া একদম তাদের নাক দিয়ে ধরে নেয় । যতই তাদের বোঝাও তারা শোনেই না । বাবাও বোঝেন, বাবার সার্ভিসে সবাই ভালোভাবে জুড়ে যাওয়ার আগে এতে সময় লাগবে । আগ্রহ তো থাকতে হবে, তাই না ! যে এসে বলে, বাবা আমাকে সার্ভিসে পাঠাও, আমি গিয়ে অন্যদের কল্যাণ করবো । যেমনই হোক, তারা কিছু বলেনা । বাচ্চাদের জীবিকা হলো প্রকৃত গীতা শোনানো । মাত্র দুটো শব্দ - 'অল্ফ' আর 'বে' । বাবা ভালোভাবে এই যুক্তি বুঝিয়েছেন । প্রথম কথাই হলো এটা-পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের সম্বন্ধ কি ? নীচে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী নাম লেখা আছে । বাবা তোমাদের একেবারে একটা নতুন উপায় খুব সহজে শিখিয়েছেন । বাবার উত্কন্ঠা থাকে- এইরকম এইরকম বোর্ড লাগানো উচিত্ । বাবা তোমাদের ডাইরেকশন দেন । বাবাকে বলা হয় করুণাময় এবং ব্লিসফুল । সুতরাং, বাচ্চারা তোমাদেরও বাবার মতোন ক্ষমাসুলভ হতে হবে । এই ছবিগুলোতে অনেক বড় ধনভাণ্ডার আছে । কিভাবে স্বর্গের মালিক হওয়া যায় সেই কলা এর মধ্যে দেখানো হয়েছে । বাবা তোমাদের অনেক যুক্তি দেখাতে থাকেন । কল্প পূর্বেও তিনি এই যুক্তি বার করেছিলেন, এখনও তাদের বার করেছেন । মানুষের টাচ্ হবে যে, এই কথা তো খুব ভালো । বাবার থেকে আমরা অবশ্যই আমাদের উত্তরাধিকার লাভ করবো । এও লিখে দাও, তোমরা স্বর্গের উত্তরাধিকারের অধিকারী । এসে বোঝো, খুব সহজ কথা । শুধু বোর্ড বানিয়ে লক্ষণীয় জায়গায় লাগাও । ১০-২০ জায়গায় বোর্ড লাগাও, এটা তোমরা অ্যাডভার্টাইস্ করতে পারো । আমাদের থেকে যে বাচ্চারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাদের এই কথাগুলো টাচ্ করবে । তারা বলবে, আমি অন্ততঃ গিয়ে খুঁজে তো দেখি এরা কি বোঝাচ্ছে ! এটাও লেখা উচিত্, এই ধাঁধা বুঝে তুমি এক সেকেণ্ডে মুক্তি

এবং জীবনমুক্তি পেয়ে যাবে । বাবা বলেন, যদি নিজের জীবন বানাতে চাও, সার্ভিস করো ! সাগরের কাছে এসে রিফ্রেশ হয়ে তারপর সার্ভিস করতে হবে । ভক্তিমার্গে আধাকল্প ঠোক্কর খেয়েছ । এক সেকেণ্ডে বাবাকে জেনে তোমার উত্তরাধিকার নিতে হবে । এখন সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে । এটা সবচেয়ে ভালো জীবিকা । বাকি মানুষ যে সওদা করে সেইসব মেকি । একটাই বাণিজ্য করতে হবে, বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করো । কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালকে বোঝাও তো সেখানকার পড়ুয়ারাও বুঝবে । তোমরা কত সহজে বরসা নিচ্ছ । যত সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) অনেক অনেক মিষ্টি হতে হবে । ক্রোধের অংশমাত্রও বার করে দিতে হবে । বাবা সমান ক্ষমাশীল হয়ে সার্ভিসে তত্পর হতে হবে ।

২) মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে । এখন তোমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা । সুতরাং, বাবাকে এবং বর্সা স্মরণ করো । ভারতকে রামরাজ্য বানাতে নিজের সবকিছু সেবায় সফল করতে হবে ।

বরদানঃ- বেহদের অধিকার স্মৃতিতে রেখে সম্পূর্ণতা উদযাপনে মাস্টার রচয়িতা ভব

সঙ্গমযুগে তোমরা অর্থাত্ বাচ্চাদের উত্তরাধিকারেরও প্রাপ্তি, পড়ার আধারে সোর্স অফ ইনকামেরও এবং বরদানও লাভ হয়েছে । প্রতি পদে অধিকারের এই তিন রূপ তোমাদের স্মৃতিতে ইমার্জ করে চলো । এখন সময়, প্রকৃতি এবং মায়া বিদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে শুধু তোমরা মাস্টার রচয়িতা বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণতার উত্সব পালন করলে তারা বিদায় নেবে । জ্ঞান দর্পণে দেখ যে এই মুহূর্তে বিনাশ হয়ে গেলে তবে আমরা কি হবো ?

স্লোগানঃ- প্রতি সময়, প্রতি কর্মে ব্যালান্স রাখো, তবে সবার ব্যালেন্সিং নিজে থেকেই প্রাপ্ত হবে ।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য - ১৯৫৬

১) পরমাত্ম জ্ঞানের অর্থ হলো জীবনে থেকে মরে যাওয়া এই অবিনাশী জ্ঞানকে পরমাত্ম জ্ঞান বলা হয়, এই জ্ঞানের অর্থ হলো জীবনে থেকে মরে যাওয়া, সেইজন্যে কোটি কোটির মধ্যে থেকে মুষ্টিমেয় কারও এই জ্ঞান নেওয়ার বীরত্ব থাকে । এটা আমরা জানি যে, এই জ্ঞান প্র্যাকটিক্যাল জীবন তৈরি করে, আমরা যা শুনি, প্র্যাকটিকালি আমরা সেটাই হই । এই জ্ঞান কোনও সাধু সন্ত বা মহাত্মা দিতে পারেনা । তারা বলবেনা, মনমনাভব । এই নির্দেশ একমাত্র পরমাত্মাই দিতে পারেন, "মনমনাভব" অর্থাত্ আমার সাথে যোগযুক্ত হও । যদি আমার সাথে যোগযুক্ত হও, আমি তোমাদের পাপমুক্ত করে বৈকুন্ঠের বাদশাহী দেব । সেখানে গিয়ে তোমরা রাজত্ব করবে এইজন্য এই জ্ঞানকে রাজারও রাজা বলা হয়ে থাকে । এই জ্ঞান নেওয়া অনেক মহত্বপূর্ণ জীবিকা । এই জ্ঞান লাভ করা অর্থাত্ একটানে

জীবনে থেকেও মরে যাওয়া । শাস্ত্র ইত্যাদির জ্ঞান নেওয়া তো একদম সস্তা সওদা । এতে তো তোমাদের বারেবারে মরতে হবে, কারণ তারা পরমাত্ম- জ্ঞান লাভ করেনি এবং এই কারণে বাবা বলেন, তোমাদের যা করার প্রয়োজন তা' এখনই করো । পরে আর এই সওদা থাকবেনা ।

২) পরমাত্মা সৎ,চিৎ, আনন্দ স্বরূপ . . .

পরমপিতা পরমাত্মাকে সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপও বলা হয়, । কেন পরমাত্মাকে সৎ বলা হয় ? তিনি অবিনাশী, ইমর্টাল । তিনি কখনও অসৎ হতে পারেননা । তিনি চিরস্থায়ী, অনাদি ও অনন্ত । পরমাত্মাকে চৈতন্য স্বরূপও বলা হয় । চৈতন্য অর্থাত্ পরমাত্মারও মন, বুদ্ধি আছে, তাঁকে নলেজফুল এবং পীসফুল বলা হয় । তিনি আমাদের জ্ঞান এবং যোগ শেখাচ্ছেন, এইজন্য পরমাত্মাকে চৈতন্যও বলা হয় । তিনি জন্মের ঊর্ধ্বে, আমরা অর্থাত্ আত্মাদের মতো তিনি শরীর নিয়ে জন্ম নেননা, তবুও এই নলেজ আর শান্তি দেওয়ার জন্য পরমাত্মাকে ব্রহ্মাতনের লোন নিতে হয় । সুতরাং , তিনি যখন চৈতন্য হন তখনই এই ব্রহ্মামুখ দ্বারা আমাদের জ্ঞান যোগ শেখান । আবার, পরমাত্মাকে আনন্দ স্বরূপ এবং সুখ স্বরূপও বলা হয় । পরমাত্মা এই সকল গুণের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার এবং এইজন্য পরমাত্মাকে সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে বলা হয় । আমাদের এইরকম বলা উচিত্ নয় যে পরমাত্মা দুঃখদাতা, না ! তিনি সদা সুখ-আনন্দের ভাণ্ডার; তাঁর গুণই সুখ আনন্দ দেয় সুতরাং, তিনি আমরা অর্থাত্ আত্মাদের কিভাবে দুঃখ দিতে পারেন !

৩) পরমাত্মা করণকরাবনহার . . . . .

অনেক মানুষ এইরকম মনে করে যে, অনাদি সৃষ্টির পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা পরমাত্মা চালাচ্ছেন । এই কারণে তারা বলে, মানুষের হাতে কিছু নেই, করণকরাবনহার প্রভু সবকিছু করাচ্ছেন । সুখ-দুঃখ দুইয়ের ভাগও পরমাত্মাই তৈরি করেছেন । এই ধরণের বুদ্ধি রাখে যে মানুষ তাকে কি ধরণের বুদ্ধি বলবে ? প্রথমে তাদের এটা বোঝা আবশ্যক যে, অনাদি সৃষ্টির এই খেলা পরমাত্মা যা এখন বানাচ্ছেন সেটাই ক্রমশঃ চলতে থাকে । যাকে আমরা বলি, পূর্ব নির্ধারিত এই খেলা অটোমেটিক্যালি চলতেই থাকে । পরমাত্মার জন্যও এটা. বলা হয়ে থাকে যে পরমাত্মাই সবকিছু করেন । কোন অধিকারে আমরা বলি যে পরমাত্মা এই সবকিছু করেন ! পরমাত্মাকে যে করণকরাবনহার বলা হবে, এই নামই বা কে দিয়েছে ! এই সবকথা বুঝতে হবে । প্রথমে এটা বুঝতে হবে সৃষ্টির যে এই অনাদি নিয়ম তা' পূর্ব নির্ধারিত, যেমন পরমাত্মা অনাদি তেমন মায়াও অনাদি আর এই চক্রও আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনাদিরূপে অবিনাশী তৈরি হয়ে আছে । এটা যেমন আন্ডারস্টুড যে বৃক্ষের বীজে জ্ঞান আছে তেমন এটাও আন্ডারস্টুড যে, বৃক্ষের মধ্যেই বীজ বিদ্যমান । বৃক্ষ এবং বীজ উভয়েই কম্বাইন্ড এবং অবিনাশী । বীজের কাজ কি ? বীজকে বপন হতে হবে আর তারপরে তার থেকে বৃক্ষ বেরোবে । যদি বীজ বোনা না হয় তবে বৃক্ষ উত্পন্ন হবেনা । পরমাত্মাই এই সারা সৃষ্টির বীজরূপ এবং পরমাত্মার পার্ট হলো বীজ বোনা। । পরমাত্মা নিজে বলেন, আমি তখনই পরমাত্মা যখন আমি বীজ বুনি, নয়তো বীজ আর বৃক্ষ তো অবিনাশী, যদি বীজ বোনা নাই হয় তবে বৃক্ষ কিভাবে বেরোবে ! আমি যখন আমার পরম কাজ করি তখনই আমার নাম হয় পরমাত্মা । আমার সৃষ্টি সেটাই যার বীজ আমি নিজে পার্টধারী হয়ে বপন করি । সৃষ্টির আদিও নিয়ে আসি আর অন্তও, আমি করণধারী হয়ে বীজ বুনি । বীজ বোনার সময় আদির সূচনা করি আবার অন্তেরও বীজ থাকে । তারপর সমগ্র ঝাড় বীজের শক্তি নিয়ে নেয় । বীজ অর্থাত্ রচনা করা আর তারপর তার অন্ত করা

। পুরানো সৃষ্টির অন্ত করা আর নতুন সৃষ্টির আদি নিয়ে আসাকেই বলা হয় পরমাত্মা সবকিছু করেন । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।